বিশ্বখ্যাত পাঠাগার বিবলিওথেকা আলেকজান্দ্রিনা

প্রাচীনকালে যেসব লাইব্রেরি মানবসমাজে জ্ঞানের প্রসারে এগিয়ে এসেছিল, তাদের মধ্যে আসুরবনিপাল, নালন্দা, আলেকজান্দ্রিয়া ও পারগামাম লাইব্রেরি অন্যতম। তবে এর মধ্যে কেবল প্রাচীন গ্রিসেরই নয়, প্রাচীন বিশ্বেরই সবচেয়ে বিখ্যাত লাইব্রেরিগুলোর নাম বলতে গেলে আলেকজান্দ্রিয়ার নাম সবার আগে আসে। তবে গ্রিক লাইব্রেরি হলেও এটির অবস্থান ছিল মিসরে।

খ্রিস্টপূর্ব ৩০৫ অব্দে প্রথম টলেমি বা টলেমি সোটারের রাজত্বকালে এ লাইব্রেরি স্থাপিত হয়। শুরুতে গ্রিক দেবী মিউজের মন্দির হিসেবে ব্যবহৃত হলেও ধীরে ধীরে তা বিদ্যালয়, গবেষণাকেন্দ্র ও লাইব্রেরি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে এবং সে যুগের পণ্ডিতরা গবেষণা ও নিজেদের তত্ত্ব-চিন্তা প্রকাশের জন্য দলে দলে এখানে এসে জড়ো হতেন।

লাইব্রেরিকে সমৃদ্ধ করার জন্য আলেকজান্দ্রিয়া শহরের যেখানে যত বই ছিল, সবগুলোকে লাইব্রেরি সংগ্রহের মধ্যে একীভূত করা হয়। সমকালীন বিশ্বের নানা জায়গা থেকে সংগৃহীত নাট্যকাব্য, মহাকাব্য, গীতিকাব্য, আইনশাস্ত্রীয়, দর্শনশাস্ত্র, ইতিহাস, বাগ্মিতা ও ব্যাকরণ সবই ছিল।

১৯৭৪ সালে আলেকজান্দ্রিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি কমিটি গঠিত হয়, সেখানে সিদ্ধান্ত হয়, আলেকজান্দ্রিয়ার লাইব্রেরির পুনর্নির্মাণ করা হবে এবং এজন্য তারা প্রাচীন লাইব্রেরিটির কাছাকাছি একটি স্থান নির্বাচন করেন।

মিসরের সাবেক প্রেসিডেন্ট ও ইউনেস্কো এ ব্যাপারে দ্রুত পদক্ষেপ নিতে থাকে। এরপর ১৯৯৫ সালে লাইব্রেরিটির নির্মাণকাজ শুরু হয় এবং এটি নির্মাণ করতে খরচ হয় ২২০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। আনুষ্ঠানিকভাবে লাইব্রেরিটি উদ্বোধন করা হয় ১৬ অক্টোবর, ২০০২ সালে। এর নাম দেয়া হয় 'বিবলিওথেকা আলেকজান্দ্রিনা'।

বিশাল এ প্রজেক্টের মধ্যে আছে ৮০ লাখ বই রাখার মতো শেলফের ব্যবস্থা, মূল পাঠকক্ষটি প্রায় ৭০ হাজার বর্গমিটারের, যা ১১টির মতো পিলারের ওপর অবস্থিত। মূল কমপ্লেক্সে একটি বিশাল কনফারেন্স সেন্টার, চারটি মিউজিয়াম, চারটি গ্যালারি, পাণ্ডুলিপি সংরক্ষণের জন্য ল্যাব আছে। মূল পাঠকক্ষের উপরে রয়েছে ৩২ মিটার দীর্ঘ কাচ দিয়ে ঘেরা ছাদ, সমুদ্রের দিক থেকে দেখলে সূর্যঘড়ি। দেয়াল তৈরি করা হয়েছে ধূসর বর্ণের আসওয়ান গ্রানাইট দিয়ে, যাতে ১২০ রকমের হস্তলিপি খোদাই করা আছে। লাইব্রেরিতে ইন্টারনেট আর্কাইভে পুস্তক, দলিলগুলোর অনুলিপি সংরক্ষিত আছে।

■ **আফরিন সুলতানা**